জমি দখলের চেষ্টার প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বায়োগান ইউনিয়নের মোছাঃ নূর জাহান (আনজিরা) নামের এক মহিলার ৪ কাটা জমি অবৈধভাবে ও জোরপূর্বক দখল করার চেষ্টার অভিযোগে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার (২৭ জানুয়ারি) মেহেরপুর শহরের কোট এলাকায় এ সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য পাঠ করেন মোছাঃ নূর জাহান।

তিনি বলেন,২৮ বছর আগে ৪ কাটা জমি আমি কিনি। এত বছর আমি বসবাস করে আসছি হঠাৎ ১ বছর আগে আমি যার কাছ থেকে জমি কিনি তার ভাই কাজী কোমড় উদ্দীন (সেলিম) আমার জমিতে থাকা শিশুগাছ কাটতে শুরু করে। ফলে আমি থানায় অভিযোগ করি পরে গাছ কাটতে নিষেধ করলেও সে গাছ কাটতে থাকে। আমার পজিশনিং জায়গা নিয়ে সে আমাকে পিছনে জায়গায় দিতে চাচ্ছে,আমার মেইন রাস্তার জমি নিয়ে আমাকে পিছনে দিতে যাচ্ছে। আমি আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তাই এর সুষ্ঠু প্রতিকার চাই।

মুজিবনগরে খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পন্য সামগ্রী বিতরন অনুষ্ঠান

বিশ্বের জন্য ভাল পরিবর্তনের অঙ্গিকার নিয়ে বাংলাদেশের একটি আন্তর্জাতিক মানবিক সাহায্য ও উন্নয়নকারী সংস্থা জাতিসংঘ অর্থনৈতিক কাউন্সিলের কনসালটেটিভ স্টেটাস্ যুক্ত গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ সাল হতে বাংলাদেশের ১২টি জেলায় দরিদ্র জনসাধারনের নানা ধরনের উন্নয়নমূলক কাজ করছে।

গুডনেইবারর্স পরিচালিত “মেহেরপুর কমিউনিটি ডেভলপমেন্ট প্রোজেক্ট” ২০০৮ খ্রীঃ থেকে নিবেদিত ভাবে এলাকায় শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, গর্ভবর্তী মায়েদের স্বাস্থ্য সেবা, পরিবারের আয়বৃদ্ধিমূলক কাজ, নারী

উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন কার্যক্রম, জরুরী ত্রাণ সহায়তা ও পূনর্বাসন সহ বিভিন্ন ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে মুজিবনগর উপজেলায় সফলতার সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

তার ধারাবাহিকতায় স্পন্সর ও নন স্পন্সর শিশুদের মাঝে খাদ্য নিরাপত্তা ও প্রয়োজনীয় উপকরন সহায়তা প্রকল্পের আওতায় ৪০০ জন শিশুদের খাদ্য ও প্রয়োজনীয় উপকরন প্রদান করা হয়েছে।

খাদ্য ও প্রয়োজনীয় পন্য বিতরণ উপলক্ষে বৃস্পতিবার দুপুরে গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ এর সঞ্চালনায় এবং গুডনেইবারর্স মেহেরপুর সিডিপির ম্যানেজার সুব্রত টুডু এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজগর আলী।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্হিত ছিলেন,উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দীন,উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা: তৌফিক আহমেদ,উপজেলা একাডেমিক সুপার ভাইজার হাসনাইন জাহিদ,বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং সিডিপির সহ সভাপতি মি:বাবুল মল্লিক।

অনুষ্ঠানে স্পন্সর ও নন স্পন্সর ৪০০ শিশুদের মাঝে ২ কেজি মুসুরির ডাল, এক কেজি চিনি, ১ কেজি গুড়া দুধ, ২ লিটার সরিষার তেল, একটি পানির পট, ১টি টিফিন ক্যারিয়ার, একটি বডি লোশন, একটি সাবান এবং একটি পেট্রোলিয়াম জেলি প্রদান করা হয়।

মুজিবনগরে ফেনসিডিল সহ একাধিক মাদক মামলার আসামি আটক

৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ মো ইনসান বিশ্বাস নামের এক মাদক কারবারীকে আটক করেছে মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

মাদক ব্যবসায়ী ইনসান বিশ্বাস মুজিবনগর উপজেলার সীমান্তবর্তি জয়পুর গ্রামের আব্দুল বিশ্বাসের ছেলে।

আজ মঙ্গলবার (২৩ জানুয়ারি) দিবাগত রাত ৯ টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইনসান বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬০ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিলসহ তাকে আটক করেন।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে সংগীয় এসআই(নিঃ) অরুণ কুমার, এএসআই(নিঃ)মোঃ মাসুদ রানা অভিযানে অংশ নেন।

ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল আলম এই তথ্য নিশ্চিত করে জানান,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জয়পুর গ্রামের মাদক ব্যবসায়ী ইনসান বিশ্বাসের বাড়িতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। এসময় তার বসত ঘর থেকে ৬০ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়।

আসামী ইনসান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মুজিবনগর থানায় এফআইআর নং ৬, তারিখ ১৩ নভেম্বর ২০২২, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের ২০১৮ এর ধারা : ৩৬ (১) সরণির ১৪(গ)/৪১, মামলা নং জিআর ১৫২ মামলা রয়েছে।

এঘটনায় মুজিবনগর থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে।

মুজিবনগরে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ ব্যবসায়ী আটক

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানে ৬০ বোতল ফেনসিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ জানুয়ারি) রাত ৮ টার দিকে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস গ্রামের টাকি মাস্টারের মেহগনি বাগানের সামনে বটতলার মোড় নামক স্থান থেকে মাদক ব্যবসায়ী মোঃ জহির উদ্দিন হালসানা
(২৭) কে আটক করে ডিবি পুলিশ।

আটককৃত মোঃ জহির উদ্দিন হালসানা সোনাপুর গ্রামের ছয়রুদ্দিন হালসানার ছেলে।

এ সময় জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ইন্সপেক্টর মোঃ তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে উপস্থিত ছিলেন এসআই (নি:) অরুণ কুমার দাস, এএস আই (নি:) মোহাম্মদ মাসুদ রানাসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মুজিবনগর থানায় মামলার রুজু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জামিন পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলার জেরে ৮ দিন কারাভোগের পর জামিনে মুক্তি পেলেন মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস।

আজ মেহেরপুরের জেলা ও দায়রা জজ আদালতে জামিন চেয়ে আবেদন করলে আদালতের বিচারক মো: আব্দুর রহমান সরদার তাঁকে সহ দুজনের জামিন মঞ্জুর করেন। জামিনপ্রাপ্ত অন্যজন হলেন- মুজিবনগরের আনন্দবাস গ্রামের মামুন অর রশিদ।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেন। জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের পক্ষে আরও আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন খ ম হারন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল, কামরুল হাসান। সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটর পল্লব ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পাবলিক প্রসিকিউটর কাজী শহিদুল হক আইনজীবীর দায়িত্ব পালন করেন।

জানা গেছে, গত ৮ জানুয়ারি সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের

কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু-পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

গত ১০ জানুয়ারি মুজিবনগরের আমলি আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করেন জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস। আদালত তার জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠায়।

স্বাধীনতার ৫২ বছর পর মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি পেলেন বাকের আলী

অবশেষে মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেলেন মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার গৌরীনগর গ্রামের মোঃ বাকের আলী। তিনি ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ অনুষ্ঠানের পবিত্র কোরআন পাঠক ছিলেন। স্বাধীনতার ৫২ বছর পর তিনি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেলেন। তিনি মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের গেজেট শাখার উপসচিব আবুল বাকের মোঃ তৌহিদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে গত ৫ জানুয়ারি তার নাম প্রকাশ হয়েছে। একই গেজেটে বাকের আলী সহ মেহেরপুর জেলার মোট ৫ জনকে নতুন ভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

এর আগে মুক্তিযোদ্ধার তালিকা থেকে অজ্ঞাত কারণে বাদ পড়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বাকের আলীর নাম। বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীর স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তিনি নিজেই।

আজ মঙ্গলবার (১৬ জানুয়ারি) বিকালে বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলী

মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, ‘দেরিতে হলেও স্বীকৃতি দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পাশাপাশি যাদের সহযোগিতার কারণে আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।’

বীর মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন আব্দুল মালেক(অবঃ) বলেন, ‘যিনি বাংলাদেশের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরআন পাঠ করেছিলেন তিনি অবশ্যই মহান মুক্তিযুদ্ধের একটি অংশ।দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এতদিন তিনি তার প্রাপ্য স্বীকৃতি পাননি। তবে দেরিতে হলেও স্বাধীনতার ৫২ বছর পর বাকের আলীকে তার জীবদ্দশাতেই মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতি দেওয়াতে আমি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। পাশাপাশি বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীর দীর্ঘায়ু কামনা করছি।’

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আজগর আলী বলেন, ‘বাকের আলীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে স্বীকৃতি প্রাপ্তির গেজেটটি আমি দেখেছি। গেজেটে নাম প্রকাশ হওয়ায় বীর মুক্তিযোদ্ধা বাকের আলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে তার সকল সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করার দায়িত্ব আমরা নেবো।’

মুজিবনগরে শীতার্ত মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ

তীব্র শীতে যখন মানুষ জর্জরিত তখন অসহায় খেটে খাওয়া মানুষদের শীত নিরাবরণের জন্য মুজিবনগরে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদ।

আজ সোমবার বেলা ১২ টার দিকে ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে কম্বল বিতরণ করা হয়। শীত বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেনের সভাপতিত্বে মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আজগর আলী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ সমস্ত শীতবস্ত্র বিতরণ করেন।

এ সময় আরো উপস্হিত ছিলেন উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মাশরুবা আলম সহ বিভিন্ন ওয়ার্ডের ইউপি সদস্যবৃন্দ। অনুষ্ঠানে বাগোয়ান ইউনিয়নের নিম্ন বিত্ত মানুষের মাঝে ৪৫০ টি কম্বল বিতরণ করা হয়। তীব্র শীতে নিবারণের জন্য বস্ত্র পেয়ে খুশি খেটে খাওয়া মানুষেরা। উল্লেখ্য গেল কয়েকদিন ধরে মৃদু শৈত্য প্রবাহের কবলে পড়ে স্বাভাবিক জীবন যাপন বধাগ্রস্থ হচ্চে সাধারন মানুষের।

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন

মুজিবনগরে নির্বাচন পরবর্তী সহিংসতার ঘটনায় সংবাদ সম্মেলন করেছে আনন্দবাস গ্রামের আহত সাবেক ইউপি সদস্য ফেরদৌস আলী মেনতা।
আজ শনিবার দুপুরে মুজিবনগর উপজেলার আনন্দবাস বাজারে সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে ফেরদৌস আলী মেনতা তার বক্তব্যে বলেন, মেহেরপুর-১ আসনে আওয়ামী লীগের মনোনীত নৌকার প্রার্থী ফরহাদ হোসেন বিজয় লাভের পর আমরা স্থানীয় নেতাকর্মী এবং সমর্থকদের সাথে নিয়ে একটি আনন্দ শোভাযাত্রা শুরু করি।আনন্দ মিছিলটি স্বতন্ত্র প্রার্থী ট্রাক প্রতীকের সমর্থক মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ির সামনে পৌঁছালে সেখানে পূর্ব পরিকল্পিত ভাবে অবস্থান নেয়ে তাদের কর্মীরা। আমরা মিছিলটি শান্তিপূর্ণ ভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কথা বলি। মিছিলের অধিকাংশ লোকজন চলে যাওয়ার পর জিয়া বিশ্বাস আমাকে ডেকে আমার গলা চেপে ধরে এসময় জয়নাল নামের একজন হাতুড়ি ও রড দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করে। জিয়া বিশ্বাস ও তার ছেলে আমাকে কিলঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দিয়ে চলে যাওয়ার পর তাদের ঘরের ছাদের উপর থেকে মিছিলে অংশ নেওয়া আমাদের কর্মী সমর্থকদের উদ্দেশ্য করে বৃষ্টির মত ইট পাটকেল ছুড়তে থাকেন। পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে পুলিশ ফায়ার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। এসময় মিছিলে অংশ নেয়া অসংখ্য কর্মী জখম হয়। এখনও আমাদের লোকজন চিকিৎসাধীন আছে। পরিকল্পিত ভাবে এই সহিংসতার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে উপস্হিত ছিলেন, মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মুজিবুর রহমান মধু, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সম্মেলন প্রস্তুত কমিটির সদস্য সচিব আইয়ুব হোসেনসহ আনন্দবাস গ্রামের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল

মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য ফরহাদ হোসেন নবগঠিত মন্ত্রিসভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রী হওয়ায় মুজিবনগরে আনন্দ মিছিল করেছে নেতা-কর্মীরা।

গত বৃহস্পতিবার (১১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় তিনি মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পরদিন শুক্রবার (১২জানুয়ারি) উপজেলার বিভিন্ন প্রান্ত আসা নেতা-কর্মীরা কেদারগন্জ বাজারে জমায়েত হয়।

বিকাল ৫টার দিকে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার নেতৃত্বে আনন্দ র্যালীটি মুজিবনগর সরকারের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে কেদারগঞ্জ বাজারের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিন শেষে বাজার চত্বরে এসে শেষ হয়।

এসময় নেতা-কর্মীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগনও মিছিলে অংশ নেয়।এ সময় উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি মজিবর রহমান মধু, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মোস্তাকিম হক খোকন কমান্ডার, কৃষকলীগের সভাপতি জাহিদ হাসান রাজিব, সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, জেলা পরিষদের সদস্য আজিমুল বারি মুকুল, উপজেলার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মতিউর রহমান

মতিন,সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব হোসেন, উপজেলা শ্রমিকলীগের সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হেলাল উদ্দীন লাভলু সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব উপজেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার এর সভাপতি হাসানুজ্জামান লালটুসহ আওয়ামীলীগ অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ, সরকারের গত মেয়াদে ফরহাদ হোসেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন। নতুন সরকারে এসে তাকে পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে ফরহাদ হোসেনসহ নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ পাঠ করান রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন। জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকা প্রতিক নিয়ে টানা তৃতীয়বার মেহেরপুর ১ আসন থেকে জয়লাভ করেন। ফরহাদ হোসেনের পিতা মোহাম্মদ সহিউদ্দিন বিশ্বাস (১৯২৩-২১ মার্চ ১৯৯০) বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলার রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। তিনি তৎকালীন কুষ্টিয়া-৫ ও মেহেরপুর-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য। স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য তিনি ২০২২ সালে স্বাধীনতা পুরস্কারে ভূষিত হন।

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস জেলে

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলায় মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: জাহদুর রহমানের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু- পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর থানা পুলিশ এজাহারনামীয় তিন আসামিকে আটক করে।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।